মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৩৪৭

পর্ব-১০: আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ (كتاب اسماء الله تعالٰى)

পরিচ্ছেদঃ ২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - ক্ষমা ও তাওবাহ্

আরবী

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَحَابَّيْنِ أَحدهمَا مُجْتَهد لِلْعِبَادَةِ وَالْآخَرُ يَقُولُ: مُذْنِبٌ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَقْصِرْ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ خَلِّنِي وَرَبِّي حَتَّى وَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ اسْتَعْظَمَهُ فَقَالَ: أَقْصِرْ فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَبَدًا وَلَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْآخَرِ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْظِرَ عَلَى عَبْدِي رَحْمَتِي؟ فَقَالَ: لَا يَا رَبِّ قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّار . رَوَاهُ أَحْمد

বাংলা

২৩৪৭-[২৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু’ ব্যক্তি পরস্পর বন্ধু ছিল। তাদের একজন ছিল বড় ’আবিদ আর অন্যজন ছিল গুনাহগার। ’আবিদ তাকে বলত, তুমি যেসব (গুনাহের) কাজে লিপ্ত আছো তা হতে বিরত থাক। গুনাহগার বলত, আমাকে আমার ’রবের’ কাছে ছেড়ে দাও। পরিশেষে একদিন ’আবিদ গুনাহগার ব্যক্তিকে এমন একটি বড় গুনাহের কাজে লিপ্ত পেলো, যা তার কাছে খুবই গুরুতর বলে মনে হল এবং বলল, বিরত থাকো। সে বলল, আমাকে আমার ’রবের’ কাছে ছেড়ে দাও। তোমাকে কী আমার জন্য পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে? ’আবিদ ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! তোমাকে কক্ষনো আল্লাহ ক্ষমা করবেন না এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা তাদের কাছে একজন মালাক (ফেরেশতা) পাঠালেন। সে তাদের উভয়ের রূহ কবয করল। তারা উভয়েই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলো। তখন গুনাহগার ব্যক্তিকে আল্লাহ বললেন, আমার রহমতের মাধ্যমে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। আর ’আবিদ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি আমাকে আমার বান্দার প্রতি রহম করতে বাধা দিতে পারো? সে বলল, ’না, হে রব’। তখন আল্লাহ বললেন, একে জাহান্নামে প্রবেশ করাও। (আহমাদ)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৯০১, আহমাদ ৮২৯২, শু‘আবূল ঈমান ৬২৬২, ইবনু হিব্বান ৫৭১২, সহীহ আল জামি‘ ৪৪৫৫।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (مُتَحَابَّيْنِ) আবূ দাঊদ-এর বর্ণনাতে আছে, (متواخيين) অর্থাৎ- একে অপরের বন্ধু হওয়া, একে অপরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা। একমতে বলা হয়েছে, ইচ্ছা এবং চেষ্টায় একে অন্যের বিপরীত ছিল। সুতরাং একজন কল্যাণের ইচ্ছাকারী ও চেষ্টাকারী, পক্ষান্তরে অন্যজন অকল্যাণের ইচ্ছাকারী ও চেষ্টাকারী।

(وَالْاٰخَرُ يَقُولُ: مُذْنِبٌ) অন্যের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে পাপী। ত্বীবী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি مُجْتَهِدٌ لِلْعِبَادَةِ এর সামঞ্জস্য হওয়ার্থে কথাটি এভাবে বলাও সম্ভব যে, والاخر منهمك فى الذنب অর্থাৎ- পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তি গুনাহে নিমজ্জিত। মাযহার বলেন, অন্যজন বলেন, انا مذنب অর্থাৎ- গুনাহের স্বীকারকারী। কারী এবং শায়খ দেহলবী বলেন, আমি বলব, হাদীসের বাচনভঙ্গি অনুপাতে এটিই স্পষ্ট। ‘উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, (فكان أحدهما يذنب والاخر مجتهد فى العبادة অতঃপর তাদের একজন পাপ করত অন্যজন ‘ইবাদাত চেষ্টাকারী।) এ অংশটুকু যা আবূ দাঊদে রয়েছে তা প্রথম মতটিকে সমর্থন করছে।

(فَجَعَلَ يَقُولُ: أَقْصِرْ) অর্থাৎ- ‘ইবাদাতে চেষ্টাকারী পাপীকে বলত তুমি পাপ কাজে হ্রাস কর, বর্জন করা। অর্থাৎ- মাজ্‘উল ইকসার গ্রন্থকার বলেন, الإقصار কোন জিনিসের উপর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা করা থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে যে জিনিস করার ব্যাপারে ব্যক্তি অক্ষম সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি আলিফ ছাড়া قصرت শব্দ প্রয়োগ করে। আবূ দাঊদে আছে, অতঃপর ‘ইবাদাতে চেষ্টাকারী ব্যক্তি সর্বদা অপর ব্যক্তিকে পাপে লিপ্ত দেখে বলত তুমি তোমার পাপে হ্রাস কর, অর্থাৎ- বর্জন কর।

(أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا) অর্থাৎ- আল্লাহ কি তোমাকে আমার ওপর সংরক্ষণকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন? লোকটি যেন যখন গুনাহ করত তখন তার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত ও ওযর পেশ করত। এ কারণে এই হাদীসটি ক্ষমা প্রার্থনা অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল। হাদীসটির বাচনভঙ্গির বাহ্যিক দিক হল, লোকটিকে কেবল তার রবের অনুগ্রহ, দয়ার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসটিকে ঐ অধ্যায়ে উল্লেখ করাই সামঞ্জস্য হবে যা এ অধ্যায়ের কাছাকাছি অধ্যায়। কেননা তাতে উল্লেখিত হাদীসসমূহ আল্লাহ তা‘আলার রহমাতের প্রশস্ততার উপর প্রমাণ বহন করে। যেমন তা গোপন নয়। (فقال) অর্থাৎ- অতঃপর ‘ইবাদাতে চেষ্টাকারী ব্যক্তি তার সাথীর ‘আমলসমূহে আশ্চর্যান্বিত হয়ে এবং বড় অপরাধে জড়িত হওয়ার কারণে তার সাথীকে তুচ্ছ ভেবে বলল।

(وَلَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ) আবূ দাঊদের কপিতে আছে, (أولا يدخلك الله الجنة) অথবা আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। এভাবে কানয গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ১৪২ পৃষ্ঠাতে উল্লেখিত সংঘটিত হয়েছে।

(فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اُدْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِىْ) অর্থাৎ- আমার প্রতি তোমার ভাল ধারণার বদলা স্বরূপ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

(وَقَالَ لِلْاٰخَرِ) উল্লেখিত অংশে মুজতাহিদ সম্পর্কে বিশ্লেষণ ত্যাগ করাতে দাগ রয়েছে যা গোপন নয়। আর তা হল, নিশ্চয়ই ‘ইবাদাতে তার চেষ্টা করা, তার অল্প ‘আমল, তার রবের গুণাবলী সম্পর্কে অল্প পরিচিতি, অপরাধীর ‘আমলের ব্যাপারে তার আশ্চর্যান্বিত হওয়া, তার কসম খাওয়া এবং আল্লাহর ওপর তার হুকুম দেয়া যে, তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করবেন না- এ সকল কারণে তার ‘আমল নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে তার বিষয়টি পরিবর্তিত হয়ে অন্যের জন্য হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে পাপী ব্যক্তি তার ভাল ‘আক্বীদাহ্ তার রব সম্পর্কে ভাল ধারণা, অবাধ্য কাজের মাধ্যমে কমতির ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তির দ্বারা ‘ইবাদাতে চেষ্টাকারীর মর্যাদা দখল করেছে।

(عَلٰى عَبْدِىْ رَحْمَتِىْ) অর্থাৎ- যা দুনিয়াতে প্রতিটি বস্তুকে পরিব্যাপৃত করে নিয়েছে এবং পরকালে বিশেষভাবে মু’মিনদেরকে। (اذْهَبُوْا بِه) অর্থাৎ- জাহান্নামের ব্যাপারে নিয়োজিত মালায়িকাহ্ (ফেরেশতা)’কে (ফেরেশতাগণকে) বলা হবে।

(إِلَى النَّارِ) আমার ওপর তার দুঃসাহস দেখানো, তার কসম খাওয়া, আমার ওপর তার ফায়সালা করা যে, আমি অপরাধীকে ক্ষমা করব না, অপরাধীর ‘আমলের ব্যাপারে তার আশ্চর্য হওয়া এবং তার সাথীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে বদলাস্বরূপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হল। ব্যক্তিটি জাহান্নামের চিরস্থায়ী হওয়ার জন্য ব্যক্তির কুফরের ব্যাপারে হাদীসে কোন দলীল নেই। আর আবূ দাঊদের শব্দ, অতঃপর তিনি ‘ইবাদাতে চেষ্টাকারীকে বললেন, তুমি কি আমার ব্যাপারে জানতে (যার কারণে তুমি শপথ করে কসম খেয়েছ যে, আমি তাকে ক্ষমা করব না এবং আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব না)। অর্থাৎ- আমার হাতে যা আছে সে ব্যাপারে তুমি কি আমার ওপর ক্ষমতাবান (ফলে তা থেকে তুমি আমাকে বাধা দিবে) এবং পাপীকে বললেন, তুমি যাও, আমার রহমাতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ কর এবং অপর ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, তোমরা একে জাহান্নামে নিয়ে যাও। ইমাম আহমাদ একে বর্ণনা করেছেন, আবূ দাঊদও একে শিষ্টাচার পর্বের ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা অধ্যায়ে সংকলন করেছেন যা ‘আলী বিন সাবিত আল জাযারী ‘ইকরিমাহ্ বিন ‘আম্মার থেকে আর ‘ইকরিমাহ্ যমযম বিন জাওস থেকে আর যমযম আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আর এ সানাদ সহীহ অথবা হাসান। আবূ দাঊদ এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। ‘আলী বিন সাবিত আল জাযারী নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী। আযদী (রহঃ) একে বিনা প্রমাণে দুর্বল বলেছেন। ‘ইকরিমাহ্ বিন ‘আম্মার আল ‘আযলী সত্যবাদী, যমযম বিন জাওস আল হাফানী ইয়ামামী নির্ভরযোগ্য।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি
Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56907

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন